R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-২০৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
অফসেটে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি. ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৫শ বর্ষ
৩৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১১ই মাঘ বুধবার, ১৩৯৫ সাল।
২৫শে জানুয়ারী, ১৯৮৯ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০্

সাগরদীঘি-মনিগ্রাম-গনকর-রঘুনাথগঞ্জ সড়কের হাল বেহাল

নিজস্ব সংবাদদাতা : একদিকে রঘুনাথগঞ্জের উমরপুর অন্যদিকে নবগ্রামের সুকীর মোড়ে ৩৪নং জাতীয় সড়কের সঙ্গে সংযোগকারী সড়ক এস-এম-জি-আর রোডের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়ক কেবলমাত্র ৩৪নং জাতীয় সড়কের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারীই নয় রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদীঘি ও নবগ্রাম থানা এলাকার লক্ষাধিক গ্রামবাসীর জেলা ও মহকুমা শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার একমাত্র অবলম্বন। উজান-ভাটিতে বাসও চলে ৪৪টি। এর মধ্যে মালদা এক্সপ্রেস ৪টি, কলকাতা এক্সপ্রেস ২টি এবং হরিহরপাড়া হয়ে গঙ্গাধরী ঘাট এক্সপ্রেস একটি। কাজেই এতগুলি এক্সপ্রেস এবং লোকাল বাস এবং অন্যান্য যানবাহনের ধকল রোজ সামলাতে হয় সঙ্কীর্ণ ভাঙাচোরা এবং খাল-খন্দে ভর্তি এই সড়কটিকে। যে-কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাও প্রবল। তার উপর রঘুনাথগঞ্জ থেকে মোরগ্রাম হয়ে সুকীর মোড়ের মাঝে ৩৪নং জাতীয় সড়কের যে কোন রুট ছাড়াতেও ব্যবহৃত হয় এই সড়কটি। অথচ সারাবার দিকে কর্তৃপক্ষের নজর নাই। এবার সারানো হয়েছে মাত্র দু' কিলোমিটার। যাত্রীদের আবেদন অবিলম্বে যানবাহন চলাচলের সুবিধার জন্য সড়কটির উভয় দিক কমপক্ষে দু' ফুট করে চার ফুট প্রশস্ত করে সম্পূর্ণ সড়ক সংস্কার করা হোক।

এন টি পি সির হালচাল দেখে গেলেন চেয়ারম্যান বামি

নবারুণ পয়েন্ট : গত ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর এন টি পি সির চেয়ারম্যান এণ্ড ম্যানেজিং ডাইরেক্টর পি এ বামি ফরাক্কা প্রোজেক্ট ঘুরে গেলেন। তার সঙ্গে এসেছিলেন ডাইরেক্টর অপারেশন এম এল মালিক, ডাইরেক্টর পারসোন্যাল রাজেন্দ্র সিং ডাইরেক্টর প্রোজেক্ট শ্রীবারুগিস্। তাঁরা ফরাক্কা সুপার থারমাল প্ল্যান্ট পরিদর্শন করেন। বর্তমান জটিল সমস্যা ও কর্মী অসন্তোষ নিয়েও তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। এখান থেকে তাঁরা এম জি আর রেলে বিহারের লালমাটিয়া পর্যন্ত যান। অন্যদিকে খবর, প্রোজেক্ট বর্তমানে এক এবং তিন নম্বর ইউনিট চালু আছে। বাৎসরিক ওভার ওয়েলিং এর প্রয়োজনে দু' নম্বর ইউনিটটি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। দুটি ইউনিট থেকে গড়ে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। প্রোজেক্টের জনৈক মুখপাত্র জানান, বর্তমানে কয়লার কোন অভাব নেই। প্রোজেক্টের নিজস্ব রেল লাইন দিয়ে লালমাটিয়া থেকে কয়লা সরবরাহ অব্যাহত আছে। গত বর্ষায় এই লাইনে পুরোদমে সরবরাহ না হওয়ায় ট্রাকে কয়লার যোগান দেওয়া হয়। আরোও জানা যায়, বর্তমানে কোন কর্মী বিভ্রাট এখানে নেই।

গ্রামে না থেকেও রুরাল এ্যালাউন্স নিচ্ছেন শিক্ষকরা !

গনকর : মির্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চ বিদ্যালয়ের বেশ কিছু শিক্ষক গ্রামে বাস না করেও রুরাল এ্যালাউন্স নিচ্ছেন বলে খবর। এই গ্রাম্য বিদ্যালয়ের ২৬/২৭ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ৬/৭ জন গ্রামে বাস করেন। কিন্তু ভুয়া সার্টিফিকেট জমা দিয়ে বেশ কিছু শিক্ষক মাসে মাসে রুরাল এ্যালাউন্স ড্র করছেন বলে জানা যায়। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এ ধরনের ব্যাপার চলে আসায় সরকারের বহু টাকা অযথা অপচয় হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক সব কিছু জেনে শুনেও শিক্ষকদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন বাইরে কোঁচার পত্তন

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর পুরসভা সম্প্রতি ঘোষণ করেছেন শহরে প্রতিটি হোল্ডিং এ নম্বর লাগানো বাধ্যতামূলক হবে। সেই অনুযায়ী কাজও শুরু হয়েছে। পুরসভার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নম্বর লিখিত চাকতি প্রতি বাড়ীতে লাগিয়ে খরচ বাবদ তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা আদায় করা হচ্ছে। পুরবাসীদের অভিযোগ. শহরের প্রতিটি রাস্তায় পুরসভার নিজস্ব জমি ও বিভিন্ন খাস জমি বেদখল করে যে সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা বস্তি গড়ে উঠেছে সেগুলো উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা না করেই বাড়ীতে বাড়ীতে নম্বর লাগানো সম্ভব কেমন করে? শহরের বর্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, বৈধ করদাতাদের বাড়ীর সামনের রাস্তা বন্ধ করে বেশ কিছু বে-আইনী বেদখল ঝুপড়ি ও পাকা দোকান ঘর গড়ে উঠেছে। এবং দিন দিন তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে পুরবাসীদের প্রবল আপত্তি ও (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিদ্যুৎ ব্যবহারের দুর্নীতি সন্দেহে সংযোগ বাতিল

রঘুনাথগঞ্জ : বিদ্যুৎ বিভাগের উর্ধতন অফিসারের নির্দেশে এই থানার জরুর গ্রামের শিবশঙ্কর রায়ের হাস্কিং মিলের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হলো। প্রকাশ, হাস্কিং মেশিনটি পুরোদমে চললেও প্রতি মাসে তার বিদ্যুতের খরচের হিসাব যৎসামান্য দেখা যায়। বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সন্দেহ হওয়ায় তিনি মিটারটি পালটিয়ে নতুন মিটার লাগিয়ে দেন। কিন্তু ২/৪ দিনের মধ্যেই মিটারটি সন্দেহজনকভাবে পুড়ে যায়। পুনরায় নতুন মিটার লাগিয়ে তাঁকে সাবধান করা হয়। অন্যদিকে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই মাঘ বুধবার ১৩৯৫ সাল

কোন পথে ?

'উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত—প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—স্বামী বিবেকানন্দের এই মহা-আহ্বান বিশেষ করিয়া তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতি ; এই বাণী চির অমর। সর্বকালের সর্বদেশে ইহার যৌক্তিকতা রহিয়াছে। সুস্থ-সবল সমাজ গঠনের এক মহা-উদ্দীপন মন্ত্র। একই চিন্তাধারায় প্রণোদিত হইয়া চিরবরেণ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার 'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থে তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতি যে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছিলেন, তাহা চিরকালীন।

স্বামীজী ও নেতাজী উভয়েই যুবসম্প্রদায়ের পরম প্রিয়। কিন্তু এই মহান ব্যক্তিত্বের নিজ ভূমির অর্থাৎ বাংলার যুবসমাজ আজ কি তাঁহাদের ভুলিতে বসিয়াছেন ? সভাবিশেষের অনুষ্ঠানে তাঁহারা স্বামীজী ও নেতাজী সম্পর্কে অনুপ্রাণিত হন সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যক্তি-জীবনে আধুনিক যুবসম্প্রদায়ের গরিষ্ঠ অংশেরই স্বামীজী ও নেতাজীর আদর্শের অনুপ্রাণনার সম্যক উদ্যোগ নাই। কোন্ এক বিরাট অবক্ষয়ের পথে তাঁহাদের গতি-প্রকৃতি লক্ষিত হইতেছে। যুবশক্তির এই যে ক্রমঅবক্ষয়, তাহা যে-কোন সমাজ সচেতন মানুষকে চিন্তা-ভাবনায় ফেলিতেছে।

আজকাল ব্লু-ফিল্ম-এর অবদান এই অবক্ষয়ের জন্য বিশেষ কার্যকরী। শহরে, বাজারে, গ্রামে সর্বত্র ব্লু-ফিল্ম-এর ছড়াছড়ি। প্রচার করা হয় ইহা প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য, কিন্তু দর্শকদের বিরাট অংশই তাহা নহে। আর যদিও বা প্রাপ্তবয়স্ক তরুণেরা দর্শক হন, নানা অরুচিকর নগ্ন চিত্রসমূহ তরুণদের নির্মল মনের প্রচণ্ড অবনমন ঘটাইয়া তাঁহা-দিগকে ন্যক্কারজনক পথে নামাইয়া দেয়। ইহারই বহিঃপ্রকাশ আজ বহুভাবে মিলিতেছে। প্রাপ্তবয়স্কা বা অপ্রাপ্তবয়স্কা-দের শ্লীলতাহানী ঘটাইয়া থাকেন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই তরুণেরা। এক তরুণ কোনও বালিকার অমর্যাদা ঘটাইলেন : সেই বালিকা অন্য এক তরুণের ভগ্নী, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী হইতে পারে। কাজেই একজন পাশবিক বৃত্তির পথে নামিলে অন্যজন প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অনুরূপ আচরণ অপরের প্রতি করিতে পারে। ক্রমশঃ মানসিক এই অধঃপতন সমাজের অনিষ্ট ছাড়া ইষ্ট করিতে পারে না!

বাজার মাৎ করিবার জন্য বহু হিন্দী ছবি এমন হইতেছে যে, পরিবারের সকলকে লইয়া একসঙ্গে তাহা দেখা যায় না। তদুপরি ব্লু ফিল্ম নামক অতি বিষাক্ত ছবি, যাহা তরুণদের আকর্ষণ করিবার মত যথেষ্ট উপাদান রাখে—যে উপাদান মনের অধো-গামিতা ঘটাইবার পক্ষে এবং যুবশক্তিকে সমাজবিরোধী করিয়া তুলিবার পক্ষে অতিশয় শক্তিসম্পন্ন।

আমরা যথেষ্ট বয়স্কেরা এবং বিবিধ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ক্ষতিকর দিক-টুকু তলাইয়া দেখি না। গত ১৭ই জানুয়ারী আমাদের পত্রিকায় শ্লীলতাহানির অভিযোগ সংক্রান্ত যে সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাহাতে দেখা যায় যে, যাহারা অপরাধী তাহারা তরুণ। পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। কোন আইনজীবী তাহাদের জামিন লন নাই। ইহা খুবই প্রশংসনীয়, কিন্তু জানা গেল যে, বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের প্রভাবে নাকি পুলিশ পরে তাহাদিগকে 'বেলেবল সেকশনে' কোর্টে চালান দেয়। ফল বুঝা গেল। এই জঘন্য অপরাধ 'নন্ বেলেবল সেকশনে' যাওয়া উচিত ছিল। সুতরাং সমাজের দফারফা আমরা যাহারা করিতেছি, অদূর ভবিষ্যতে ইহার মাশুল দিতে হইবে আমাদিগকেই। রাজনৈতিক সুবিধা বহাল এখন ত থাকুক, পরের কথা পরে।

সংঘ শক্তি অপরাজেয়

শরৎ ব্যানার্জী : ১৯৭১ এর সর্বগ্রাসী বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে গেল সুতী-২ ব্লকের পুরাতন বাজিতপুরের রাস্তাঘাট, বাসস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সর্বজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার নিদর্শন রবীন্দ্র পাঠাগারকেও। নদীর সর্বনাশা ভাঙ্গনে ভেঙ্গে ভেসে গেল প্রাণসত্তায় ভরপুর শত শত মানুষের আবাসস্থল, তাঁদের ঐক্য প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা আদর্শ গ্রাম বাজিতপুর. প্রাচীনের স্মৃতি শুধু ধরে রাখলো বাজিতপুরের প্রাণের দেবতা সর্বেশ্বর, মদনমোহন, বলরামের মন্দির টুকু। বাজিতপুরের প্রাণোচ্ছল যে মানুষগুলির প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্র সংঘ, তাঁদেরই প্রচেষ্টায় পরবর্তীতে গড়ে উঠে একখানি গ্রন্থাগার ও নাট্যমঞ্চ। বাজিতপুর ঠাকুর বাড়ী প্রাঙ্গণে তার প্রথম অঙ্কুরোদগম, ১৩৫৫ সালের ২৫ বৈশাখ গ্রামবাসীরা প্রতিষ্ঠা করলেন রবীন্দ্র সংঘ, যা পরবর্তীতে মহীরুহে বিকশিত হলো রবীন্দ্র পাঠাগাররূপে ও নাট্যমঞ্চের মাধ্যমে। সেদিন গ্রামীণ ওই মানুষগুলি তাদের সার্বিক প্রচেষ্টায় সমাজ-সেবামূলক কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তাঘাট উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে স্বপ্নের আদর্শের বাজিতপুর সৃষ্টি করলেন। গ্রাম-বাসীদের আর্থিক দান ও মুষ্টিভিক্ষার বিক্রিলব্ধ অর্থই ছিল সংঘের একমাত্র অবলম্বন। ঠাকুর বাড়ী থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং শেষ পর্যন্ত বাজিতপুরের প্রাণস্বরূপ মৃণালিনী বিড়ি কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা দাস পরিবারের সর্ব-প্রকার সাহায্য পেয়ে তাঁদের গেষ্ট হাউস 'আটচালায়' উঠে এল স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্র সংঘ। তারপর সেই স্বপ্ন সার্থক রূপ নিল রবীন্দ্র পাঠাগারে উক্ত দাস পরিবারের দান করা নিজস্ব জমিতে। কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার অনিলকুমার দাস, যিনি তৎকালীন সভাপতিও ছিলেন পাঠাগারের, তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসতে থাকে অর্থ সাহায্য। অনিল-বাবুর ভ্রাতৃবর্গও এগিয়ে এলেন এই শুভ কাজে। গ্রামবাসীর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে তাঁরাও ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই পাঠাগারকে কেন্দ্র করে গ্রামের তরুণ-দের প্রচেষ্টায় দেওয়াল পত্রিকা চালু হলো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতে সাহিত্য কাননের মুকুল ফুটে উঠল সুগন্ধি পুষ্পরূপে। তাঁদের মধ্যে উৎসাহী কিছু তরুণ নাট্যমোদী অভিনয় করে মানুষজনের মধ্যে নতুন জোয়ার আনলেন। সকলে সচেষ্ট হলেন ঘূর্ণায়মান নাট্যমঞ্চ নির্মাণে। কিন্তু মানুষের স্বপ্নকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিল প্রকৃতি তার সর্বনাশা তাণ্ডবে। গৃহহারা গ্রামবাসীরা ছিন্নমূল হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন কয়েকটি বছর। কিন্তু তাঁদের অফুরন্ত অপরাজেয় প্রাণশক্তি, তাঁদের সংঘ শক্তি প্রকৃতিকে পরাজিত করতে অরঙ্গাবাদের কাছে কিছু নতুন জমি ক্রয় করে গড়ে তুললেন এক নতুন জনপদ। নাম দিলেন 'নিউ বাজিতপুর'। বসতি গড়ে ছিন্নমূল পুরাতন বাজিতপুরের অধিবাসীরা স্থিতাবস্থা পেয়ে কিন্তু ভুলে গেলেন না তাঁদের কর্তব্য, তাঁদের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে। অপরাজেয় প্রাণ-শক্তি দিয়ে প্রথমেই তাঁরা গড়ে তুললেন তাঁদের প্রিয় রবীন্দ্র পাঠাগারকে; পাঠাগারের নিজস্ব ভূমি ক্রয় করে। পাঠাগারের ভিত্তি স্থাপিত হলো ১৯৭৫ এ। এক বছরে সেখানে গড়ে তোলা হলো পাঠাগারের কক্ষ। নাট্যমোদী প্রয়াত রীতেশকুমার দাসের স্মৃতি রক্ষার্থে রীতেশ স্মৃতি ঘূর্ণায়মান মঞ্চের কাঠামো তৈরী হতে শুরু হলো। যাত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগৃহীত হলো অর্থ। সভাপতি অনিলকুমার দাস প্রমুখ সহৃদয় ব্যক্তিদের সহযোগিতায় কাজ এগিয়ে চলেছে দুরন্ত গতিতে। মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর সত্ত্বাধিকারী দাস পরিবার আজও একইভাবে দাঁড়িয়েছেন গ্রামবাসীদের পাশে অর্থ সাহায্য এবং যাবতীয় সহযোগিতা নিয়ে। নিউ বাজিতপুর এর সমস্ত গ্রামবাসী প্রমাণ করতে চলেছেন 'সংঘ শক্তি' মানুষের প্রাণ শক্তি অপরাজেয়। প্রকৃতি যত শক্তিময়ী হোক মানুষের প্রাণ-শক্তির কাছে তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কবির ভাষায় বলি—জয় হোক মানুষের/জয় হোক অপরাজেয় প্রাণশক্তির।

আশ্চর্য্য সংবাদ

আহিরণ : সম্প্রতি সুতি থানার নয়া-বাহাদুরপুর ও চক বাহাদুরপুরের মাঝামাঝি ভিডিও হাউসের পাশে শ্যালো বসাতে গেলে মাটি থেকে গ্যাস উঠে আসে বলে গ্রামবাসীরা জানান। তাঁরা আরও জানান, ঐ গ্যাসে জলন্ত দেশলাই কাঠি ধরলে আগুন জলতে দেখা যায়। ভীত মজুররা তাড়াতাড়ি ওখানে মাটি চাপা দিয়ে অন্যত্র খুড়তে গেলে সেখানেও নাকি একই অবস্থা ঘটে।

জঙ্গিপুর মহকুমা থেকে রেলওয়ে উপদেষ্টা নির্বাচিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি রেল প্রতিমন্ত্রী মাধবরাও সিন্ধিয়ার দপ্তর থেকে বারহারোয়া-কাটোয়া লাইনের রেল ব্যবহারকারীদের সুবিধা অসুবিধা তুলে ধরতে ইষ্টার্ণ রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক চাচণ্ডার মহঃ সাজাহান বিশ্বাসকে মালদা ডিভিশন রেলওয়ে ইউজার্স কনসাল্টেটিভ কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হয়েছে বলে জানা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের ১২৬তম জন্মবার্ষিকী

রঘুনাথগঞ্জ গত ১২ জানুয়ারী সন্ধ্যেয় স্থানীয় বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের ১২৬তম জন্মদিন পালন করা হয়। কনকনে ঠাণ্ডায় জনা পঞ্চাশেক ব্যক্তির উপস্থিতিতে রবীন্দ্র সঙ্গীত, আবৃত্তি ও লোকসঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠান শেষে '৮৭ সালের ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম প্রশান্ত দাস, দ্বিতীয় মিহির মণ্ডল এবং তৃতীয় সৌমিত্র সিংহ রায়কে পুরস্কৃত করা হয়।

কুখ্যাত ডাকাত গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ : এই মহকুমার কুখ্যাত ডাকাত জিদ্দি সেখকে স্থানীয় থানার ওসি গত ১৬ জানুয়ারী গভীর রাত্রে তার দস্তামারা গ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেন। এই জেলার ৫-৬টা ডাকাতির অভিযোগে দীর্ঘ ১৫ বছর আগে জিদ্দির বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারী করা হয়। কিন্তু সে এতদিন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বেড়াচ্ছিল বলে পুলিশ জানায়।

ফেরিওয়ালার মাল লুঠ

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৫ জানুয়ারী রাত্রে উমরপুরে লালগোলার এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে দুর্বৃত্তরা দু' বস্তা পোস্ত ও নগদ ২২০০ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় বলে খবর। স্থানীয় থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ উমরপুরের দুই দাগী আসামী আবু সেখ ও লাটু সেখকে গ্রেপ্তার করলে খোয়া যাওয়া মাল উদ্ধার হয়।

NTPC

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN : DIST. MURSHIDABAD (W. B.)

PIN : 742236

Ref. : FS : 42 : MD : Cell-19/T-05 Dated 24-12-1988

Sub : Open tender for transportation only of various types of materials by trucks/trailors from different places of India excluding unloading at FSTPP.

Sealed tenders are invited from reputed and preferably Bank approved transporters having branches/godown arrangement at Farakka for transportation of various Misc. materials in small as well as in full truck load basis from the following places viz. Delhi, Faridabad, Hardwar, Ghaziabad, Ganaur (Haryana), Allahabad, Kanpur, Miraj Howsur, Trichurapalli, Madras, Hyderabad, Bangalore, Bombay, Jullandhar, Durgapur, Asansol, Dhanbad, Siliguri, Howrah, Kalyani, Haldia, Calcutta, Bhopal, Cochin, Jaipur, Jamshedpur, Nagpur Patna, Raipur, Varanasi, Baroda, Ahmedabad, Kota, Rourkella, Bhubaneswar, Dehradun, Kirloskarvadi (Pune), Trivandam, Ajmir, Palghat, Ghatsila, Berhampore (Ganjum, Orissa), Budge Budge, Ranchi, Bhilai/Durg, Visakhapattanam, Doorvaninagar, Mysore, Malda, Bhavnagar, Vallabbavidvanagar, Ambarnath, Chirkunda, Kumardhrubi, Pinjore, Talcher, Ranipur (Tamilnadu), Kolar Goldfields, Hosur (Tamilnadu), Kalamassery (Kerala) and also from other power projects/stations of NTPC viz. Badarpur, Singrauli, Korba, Ramagundam, Rihand, Vindyachal, Kahalgaon, Dadri and other gas power projects of NTPC viz Kawas, Anta and Auraiya and vice versa.

SCOPE OF WORK :

Collection, transportation and delivery of all types of Misc. materials booked to NTPC/FSTPP by various agencies/individuals from the above mentioned places and deliver the same to the stores at Farakka site and vice versa, including loading but unloading and stacking

TERMS & CONDITIONS :

1. Duration of contract will be for a period of two years only.
2. Request/application for tender document should be supported with proof of credentials having executed similar nature of jobs, latest tax clearance certificates etc. and can be had on request from the office of Chief Materials Manager, by post or in person on payment of Rs. 100/- by Bank Draft on S B. I., Farakka or I. P. O. in faveur of NTPC, Khejuriaghat P. O. or on cash payment at our cash section.
3. Bidders shall have to deposit an EMD for Rs. 20,000/- in the form mentioned in the tender document without which tender will be rejected out right.
4. NTPC is not responsible for delay in transit or loss of tender form sent/received by post. Tender documents is not transferable.
5. Last date of issue of tender form is upto 9th February '89 during working hours and same will be opened at 10 A. M. on 10th February '89.
6. NTPC reserves the right to accept or reject any tender in part or full without assigning any reason thereof.

Chief Materials Manager

FSTPP/NTPC

পাথরের ঘায়ে শ্রমিকের মৃত্যু

জঙ্গিপুর : গত ২১ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের মিঠিপুরে পদ্মার পাড় বাঁধার কাজ চলার সময়ে বোল্ডারের আঘাতে জনৈক কর্মরত শ্রমিক আহত হয়। তাকে সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানে সে মারা যায়। স্থানীয় পঞ্চায়েত উপ-প্রধান মৃতের পরিবারের ক্ষতিপূরণের জন্য কাজের ভারপ্রাপ্ত ঠিকদারের কাছে অর্থ সাহায্য দাবী করেন।

বাইরে কোঁচার পত্তন

(১ম পৃঠার পর)

অভিযোগ দায়ের করা সত্ত্বেও বর্তমান পুরসভা সেই সব অসুবিধা দূর করার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না বলে অনেকে জানান। রাস্তাগুলোর উপর বে-আইনী ঘর তৈর'র ফলে রাস্তার পরিসর ছোট হয়ে যান দুর্ঘটনা দিনের দিন বেড়ে চলেছে। স্থানীয় শহরের একম'ত্র বাজার ক্রমশঃ ঘিঞ্জি হচ্ছে। বাজার যাবার পথটির চেহারা দেখে মনে হয় না এটি পুরসভার এক্তিয়ার ভুক্ত বা এটি দেখাশোনার জন্য কোন প্রতিনিধি আছেন ; ফলে শহরের চেহারায় লক্ষীছাড়া ভাব ফু:ট উঠেছে। পুরবাসীদের দৃষ্টি ফেরাতে বর্তমান পুরসভা নতুন কায়দায় বাড়িতে বাড়িতে নম্বরের চাকতি লাগিয়ে পুর শহরকে অ ধুনিক করতে চলেছেন। দেখে মনে হয় হোটেল বয়দের ময়লা জামা ঢাকা দিয়ে সাদা এ্যাপ্রোন পরানো হচ্ছে। জেলা ও মহকুমা প্রশাসন মাঝে মধ্যে রাস্তা পরিস্ক'রে মেতে উঠলেও কাজের কাজ কিছুই হয় না।

নৃশংসভাবে হত্যা

ধুলিয়ান : গত ২০ জানুয়ারী বিকেল তিনটে নাগাদ সমসেরগঞ্জ থানার রঘুনন্দনপুর গ্রামের সেতাব মোমিন (৪৫) খুন হন। পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, পুরোনো আক্রোশবশতঃ ঐ গ্রামের মাসের মোমিনসহ ১৪-১৫ জন লোক দলবদ্ধভাবে সেতাবকে নৃশংসভাবে খুন করে গা ঢাকা দেয়। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

সংযোগ বাতিল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বহরমপুরের ডিভিশন্যাল ইঞ্জিনিয়ার গোপনে সংবাদ নিয়ে জানতে পারেন উক্ত হাস্কিং মিলের মালিক মেন লাইন থেকে হুক দিয়ে বিদ্যুৎ চুরি করে মিল চালাচ্ছেন। ডি ই এ খবর পেয়ে হঠাৎ মিল চলাকালীন হাজির হয়ে দেখেন মোটরের হর্স পাওয়ার অনুযায়ী মিটার চলছে না। তিনি যন্ত্র দিয়ে পর'ক্ষা করে দেখেন যে পরিমাণ পাওয়ার কনজিউম হওয়া প্রয়োজন মিটার রিডিং তার চেয়ে অস্বাভাবিক রকমের কম। হিসাব অনুযায়ী তিনি নাকি এই দ'র্ঘ কয়েক বছরে ৭০/৮০ হাজার টাকা বিদ্যুৎ কর ফাঁকি দিয়ে মুনাফা লুটেছেন। ডি ই এই অপরাধে ঐ হাস্কিং মিলের বিদ্যুৎ যোগাযোগ বাতিল করে দেন।

জমির মালিক খুন আসামী গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি : গত ১৭ জানুয়ারী, নিজের জমি দেখতে গিয়ে বালিয়ার রতন দাস ভাগীদার সুশীল দাসের হাতে খুন হন বলে খবর। প্রকাশ, নিহত রতন দাস দোকড়ী দাসকে তাঁর জমিতে বাঁধা কপি চাষ করার জন্য ভাগীদার নিযুক্ত করেন। কিন্তু দোকড়ী দাস নিজে জমি চাষ না করে সুশীল দাসকে ঐ জমি চাষ করার জন্য দেন। এদিকে সুশীল দাস জমির প্রকৃত মালিককে কোন ভাগ না দিয়ে ফসল বিক্রি করতে থাকেন। রতন দাস এ ব্যাপারে খোঁজ নিতে মাঠে গেলে তাঁর সঙ্গে সুশীলের বচসা হয় এবং সুশীল দাস রতনের দু'হাতে হাঁসুয়ার কোপ বসান। রতনের আর্তনাদে আশেপাশের মানুষকে ছুটে আসতে দেখে সুশীল দাস হাঁসুয়া দিয়ে রতনকে পুনরায় আঘাত করে পালিয়ে যান। আঘাতে রতনের পেট ফেঁসে যায় ও ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। পুলিশ খবর পেয়ে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য জঙ্গিপুর হাসপাতালে পাঠায়। সুশীলও আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি হতে গেলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

১৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস

সাগরদিঘি : এই ব্লকের বালিয়া নেতাজী সংঘের ১৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২২ জানুয়ারী একদিনের ভলিবল প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ, ২৩ জানুয়ারী সকালে পতাকা উত্তোলন, প্রভাতফেরী ও মনিগ্রাম থেকে বালিয়া পর্যন্ত ৫ কিমি রাস্তা দৌড়, দুপুরে নেতাজীর জন্মক্ষণ পালন, ছোটদের বসে আঁক এবং কবিগুরুর হারিয়ে যাওয়া কবিতা পাঠের প্রতিযোগিতা হয়। বিকেলে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়।

পুত্রের হাতে পিতা খুন

ফরাক্কা : গত ২২ জানুয়ারী রাত থেকে এই থানার মহাদেবনগরের মধুসূদন পালকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে গ্রামবাসীরা জানান। তাঁরা বলেন, মধুসূদন ভিক্ষা করতো বলে তাঁর পুত্র লোকনাথ পাল (হাবল) এর সাথে প্রায় তাঁর কথান্তর হতো। ঘটনার দিন রাতে হাবল তার বাবাকে মারধোর করে বলে জানা যায়। পরের দিন থেকে মধুসূদনকে আর দেখা যাচ্ছে না। গ্রামবাসীদের সন্দেহ পুত্র হাবল পিতাকে হত্যা করে লাশ গোপন করেছে।

ভ্রম সংশোধন

১৮ জানুয়ারী '৮৯ সংখ্যায় নিয়ারলেস সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে অর্গানাইজারের নাম অরূপকুমার ভট্টাচার্য্যর স্থলে অনুপকুমার ভট্টাচার্য্য হ'বে।

নি লা ম

আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ শনিবার বেলা ৩ ঘটিকায় ষ্টেট ব্যাঙ্কের জঙ্গীপুর শাখায় অনাদায়ী হিসাবের বন্ধকীকৃত সোনার গহনা (১৮৫ গ্রাম মত) প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা হইবে। নিলামে অংশ লইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ শাখা প্রবন্ধকের সঙ্গে অগ্রিম যোগাযোগ করিতে পারেন। কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া ঐ নিলাম সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে পূর্বে অথবা নিলাম চলাকালে স্থগিত রাখিবার অধিকার শাখা কর্তৃপক্ষের থাকিবে।

শাখা প্রবন্ধক—
ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
জঙ্গিপুর শাখা

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র রূপায়ণে আপনিও দুভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারেন

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে "বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তহবিল" এ অর্থ দান করুন।

রাজ্যের উন্নয়ন এবং আপনার সঞ্চয়ের নিরাপত্তার স্বার্থে ডাকঘর স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে টাকা রাখুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অজয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।